দেবীপ্রসাদ : ধ্রুপদি চেতনার পর্যটন

দেবজ্যোতি রায়

মাটি ও জলের অন্তহীন কথা বলাবলির নিভৃত সুর শুনতে শুনতে মশগুল হয়ে আছেন একজন মানুষ বছরের পর বছর। দিগন্তে ছড়ানো রঙের বৈভব থেকে, লোকায়ত বাংলার রৌদ্রকণা থেকে সংগ্রহ করেন, কবিতা ও গদ্যের বিকল্প সম্ভাবনা। সৃজনশীলতার বিচিত্র আনন্দে তাঁর চৈতন্যের বাগানে ফোটে 'ইচ্ছাফুল'। বাংলা কবিতায় তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকতা প্রশ্নাতীত। আশ্চর্য মনস্বিতা, ভাষা নির্মাণের ঐশ্বর্য ও 'অলৌকিকের সুরভিনিশ্বাস' সমীভূত হয়ে জন্ম নেয় গোধূলির পরিভাষা। যাকে কেন্দ্র করে এইসব বিস্ময় ও কথামালা, তিনি দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা চমকে উঠি গবেষণায় তাঁর তন্ময়তা, তথ্যনিষ্ঠা ও অন্তঃশীল বিশ্লেষণ শক্তি লক্ষ করে। সম্পাদনায় নির্মাণ করেছেন বিশিষ্ট আদর্শ। লাবণ্যময় শৈশবের দিব্যতা থেকে তিনি কখনো বিচ্ছিন্ন হননি। তাই 'চাঁদের খরগোশ', 'পাহাড়ের দেবতা'রা এত রূপময়। শিশু সাহিত্যের আলোচনাকে তথ্যের কালানুক্রমিক বিবরণে সীমাবদ্ধ করেননি। কৌতূহল ও কল্পনায় উজ্জীবিত করেছেন। বাংলা ভাষার তিনি অন্যতম প্রধান অনুবাদক। সতত উন্মীলনশীল মেধা ও হৃদয় নিয়ে অতিক্রম করেছেন একের পর এক মাইলফলক। আত্মজিজ্ঞাসায় দেবীপ্রসাদ উদাসীনতার সৌন্দর্যে স্নাত। শূন্যতাবোধ তাঁকে আচ্ছন্ন করে না, নিয়ে যায় অনাসক্তির দিকে। তাই উচ্চারণ গভীর ও সান্দ্র—'গভীর সূর্যাস্ত থেকে উঠে আসা যারা— গাঢ় চোখ— / দীর্ঘ চুল— বোতামে গোলাপ— যারা বিয়োগনাট্যের/রূপবান কুশীলব, তাদের উৎসর্গ করে লেখা। পদ্যপঙ্‌ক্তিগুলি ফুলমঞ্জরীর মতো ঝরে গেছে।...— তারা কেউ/সুখী না, দুঃখীও নয়— তারা শুধু ঢেউ, শুধু ঢেউ।' (কেবল দেখেছে শিয়রলতা-১)

'পরমা' প্রকাশিত তিনজন কবি সিরিজে ৪৪টি কবিতা সংকলিত হয়েছিল। প্রথম কবিতাটির নাম 'খরা'। যা পরে 'আউশছড়ার মরা মুখ' কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'খরা' একটি প্রতীকী কবিতা। প্রাথমিকভাবে তুলে ধরেছে খরা কবলিত দগ্ধ জীবনের চিত্রমালা। রয়েছে ঝাঁ ঝাঁ রোদে পুড়ে যাওয়া ঝুপড়ি, গাছপালা, কাঁকুড়লতা, পাঁজরা-ওঠা ছাগলের অনুপুঙ্খ। দগ্ধ সংসারের উঠোনে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিপন্ন কুঁকড়ো। পাশ দিয়ে যাচ্ছে— 'ধুলোর ঝাপটে— ডিজেল-পোড়া ধোঁয়া।' কবিতার তিনটি স্তবক। প্রতিটি স্তবকের শুরু হচ্ছে এভাবে— 'যাচ্ছি'। কেউ যাচ্ছেন ডিজেল-পোড়া ধোঁয়া উড়িয়ে। এই খরা শুধু অনাবৃষ্টির প্রাকৃতিক ঘটনা নয়। একে পাশ কাটানো সম্ভব নয়। হৃদয়-অনুভব-অস্তিত্বের গহনে সংক্রামিত। তাই খরার অশরীরী উপস্থিতিও সর্বগ্রাসী, অনতিক্রমণীয়। আসলে পুড়ে যাচ্ছে সমানুভূতি, হৃৎকমলের পাপড়ি। 'রুখুহলুদ ডুবকোডিহি' গ্রাম দগ্ধ জীবনের প্রতীক। সে জীবন ক্ষয়িষ্ণু, বিষণ্ণ—

যাচ্ছি—
ধুলোর ঝাপট— ডিজেল— পোড়া ধোঁয়া...
হাওয়ায় টন্‌টন্‌ করছে শেষবেলার রোদ—
ঝরছে আমার পিছন পিছন ঝরতে ঝরতে চললো
রুখুহলুদ ডুবকোডিহি গাঁ-খানা

— খরা

উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদ 'যাচ্ছি'-র প্রয়োগ দ্যোতিত করে এই যাওয়া কবির নিজেরই। তিনি একান্ত যাত্রী, বিপন্ন দর্শক। রুক্ষ সময়ের তিনি প্রতিনিধি ও ভাষ্যকার। অনেকান্ত অনুভবের ধারক। 'ডুবকোডিহি' অনিবার্য ক্ষতের মতো অনুসরণ করছে কবিকে। 'পরমা'-র তিনজন কবি সিরিজে দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা সম্পর্কে বলা হয়েছিল—'তুচ্ছ, লুপ্ত ও নির্জিত জীবনের মধ্য থেকে উঠেও তাঁর কবিতা এক অন্য নিরাময়ের দিকে চলে যায়।' এখানে নিরাময় শব্দটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। 'কেবল দেখেছে শিয়রলতা' ৬৯টি চতুর্দশপদীর ঘনবদ্ধ উপস্থাপন। প্রকাশকাল ১৯৭২, রচনাকাল ১৯৬৪-৬৯। বহুমাত্রিক অবক্ষয় ও বিচ্ছিন্নতাবোধের কথা আছে কবিতায়। তবু অনেক দ্বন্দ্ব, ক্ষত, নাগরিক নির্দয়তা পেরিয়ে কবিতা স্পর্শ করে মৃত্তিকাশ্রয়ী জীবনের সুষমা। নিরাময়ের দিকে এগিয়ে যায়। 'দিয়েছ হত্যার অস্ত্র হাতে তুলে' কিংবা 'সব শস্য লুটে নিয়ে গেছে এক অজানা ফেরারী'— এইসব অন্ধকার শাসিত উদ্বেগ থেকে কবি মুক্তি খুঁজে পান প্রকৃতির নিবিড় আশ্রয়ে—

হাতে হাতে ফিরে পাই একফালি তুলোট কাগজের
উচ্চারণ : "আমরা বৃষ্টির রাতে চাঁদের আলোর
গল্প বুনে হারিয়ে গিয়েছি সেই বৃষ্টিরই ভিতরে
একদিন। আজ উঠে এলাম তোমার ছায়া হয়ে

— কেবল দেখেছে শিয়রলতা— ৬৮

প্রথাকে ব্যবহার করে দেবীপ্রসাদ তাঁর পথ সম্প্রসারিত করেছেন প্রত্নশব্দে, 'দূর পাড়াগাঁ-র এক অচলিত সংগ্রহ'-এ। প্রথম কবিতার বই 'নীলাম্বরী' অগ্রজ প্রভাব মুক্ত না হলেও— 'আশ্চর্য হরিণী, / নম্র পদপাতে তার অরণ্যের ঘুম ভেঙে যায়'-এর মতো চরণে ভবিষ্যতের কাব্যজীব নিহিত ছিল।

'কেবল দেখেছে শিয়রলতা'-র তন্ময় রহস্যের পর দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পঞ্চম বই 'আউশছড়ার মরা মুখ' (১৯৮৭)। 'ভোলা শিব' এ-বইয়ের এক স্মরণীয় কবিতা। মধ্যযুগের শিবায়ন কাব্য থেকে শিব চরিত্র অবতরণ করছেন বিশ শতকের অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রেক্ষাপটে। চুলে জটা, পরনে কানি দরিদ্র মানুষটিকে হল্ট্ স্টেশনের আলো-আঁধারিতে মনে হচ্ছে ভোলা শিব। শিব না মানুষকঙ্কাল? বিভ্রম না জাদুবাস্তবতা! তার তীব্র দুটি চোখ থেকে যেন ঠিকরে বেরোবে আগুন—'ঘোর লাল চোখ'। কোথাও লুকোনো আছে গুপ্তি? জেনেছে বিদ্রোহের ইঙ্গিত। 'ছাই ছাই আলো। ফাঁকা বিরল প্ল্যাটফর্ম। হঠাৎ আমারই অপরাধী লাগতে থাকে।' মধ্যবিত্ত শ্রেণি চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করছেন কথক অথবা লেখক স্বয়ং। তাঁর মনে অপরাধবোধ। শিবের অনুষঙ্গ অন্তর্গূঢ় হয়ে উঠল একটি

চকিত চিত্রকল্পে— 'কানি জ্বলজ্বল করছে ডোরা-দেওয়া সদ্য বাঘছাল।' হল্ট স্টেশনে রুক্ষ মায়াস্পর্শহীন মানুষটি নিয়তিতাড়িত। বাঘছালে সংযুক্ত হল পুরাণ ও দারিদ্র্যের সহাবস্থান। তারপর শিবকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা মিথ ও বিষণ্ণতা হেঁটে যাচ্ছে অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে সময়ের ফ্রেম অতিক্রম করে—

আগুনের চারধারে গোল হয়ে বসেছে কটা লোক। শুধু একজন
আলো ছেড়ে ডুবে গেছে আকুল কালোয়...

—ভোলা শিব

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যভুবন মন্থর পুনরাবৃত্তি অনুমোদন করে না। নিয়ত রূপান্তরশীল। ভাষানির্মাণে নতুন অনুসন্ধানের জন্য তাঁর মন সক্রিয়। প্রবৃত্তি ও প্রবণতার গভীরে লুকিয়ে থাকে কিরীচ। বাসনার রোদে চিকচিক করে। কাঠের কিরীচে জমে মায়া। জমে হিংসা। মায়া ও হিংসার ইতিহাস এক অর্থে আদি পৃথিবীর সামঞ্জস্যহীন বিকাশেরও ইতিহাস। 'আহ্নিক নিয়মে' ও 'পর্ণনর ও অন্যান্য কবিতা' বই দুটিতে ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৩ এর মধ্যে রচিত কবিতাবলি অন্তর্ভুক্ত। প্রথম বই প্যাপিরাস প্রকাশিত কবিতা সংগ্রহের ২য় খণ্ডে (২০০৬) প্রথম গ্রন্থাকারে সংকলিত, আর দ্বিতীয়টির প্রকাশকাল ১৯৯১। অর্থাৎ 'আহ্নিক নিয়মে'-এর কবিতাসমূহ দীর্ঘকাল গ্রন্থিত হওয়ার অপেক্ষায় ছিল। এই পর্বের কবিতায় বাক্‌রীতি ও চিত্রকল্পের রূপগত পার্থক্য তত চোখে পড়ে না, অন্তর্গত স্বভাবের কারণে কবি তাদের পৃথক গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। 'আদিবিম্ব থেকে ইতিহাস' আর্থ-রাজনৈতিক ক্ষমতার হাতবদলের কাহিনি রচিত হল। কিন্তু, লোভ-লালসা-স্খলনের উত্তরাধিকার অপরিবর্তিত। 'ফোতো বাবুদের রোশনী বাগান পানশালা...' অবক্ষয়ের প্রতীক হয়ে বেঁচে থাকে। ইংরেজ উপনিবেশে উনিশ শতকের কলকাতায় ক্রমাগত ভরাট হচ্ছিল ডোবা, পোড়ো জমি। ছড়িয়ে পড়েছিল নগরবিলাস 'জখম মাটির পাকস্থলী'-তে। নগর এখনও বেড়েই চলেছে। বাড়তে বাড়তে গ্রাস করছে পিতা-পিতামহর ভদ্রাসন। উনিশ শতকের কলকাতার অনুষঙ্গে দেবীপ্রসাদ উল্লেখ করলেন 'নববাবুবিলাস' বইখানার কথা। রচয়িতা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশকাল ১৮২৫। উপন্যাসপ্রতিম নক্‌শাজাতীয় এই লেখায় বাবু কালচারের কদর্যতা তুলে ধরা হয়েছিল। পরেই উল্লিখন রয়েছে নিমচাঁদ পালার। নিমচাঁদ দীনবন্ধু মিত্র রচিত 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬) নাটকের প্রধান চরিত্র। নিমচাঁদের আপাত প্রলাপে ধরা পড়ে সময়ের বিষক্রিয়া ও আর্তনাদ। কবির মনে হচ্ছে— 'লাটের বাগানের গেট খুলে— / না, মানুষ নয়, অতিপ্রাকৃতের চাঁদনী জিরাফ— / হঠাৎ দাঁড়িয়েছে এসে আদিবিশ্ব থেকে ইতিহাসে।' 'নববাবুবিলাস' কিংবা 'সধবার একাদশী' রূপায়িত হয়ে চলেছে সময়ান্তরের সরণিতে—

আরটু রয়ে যাও হে। নববাবুবিলাস বইখানা সাঙ্গ হলে—
একটু দম নাও। স্টেজ-সীনটীন খাটানো হয়ে যাবে যথারীতি,
নিমচাঁদের পালা হবে— হাসতে হাসতে কেঁদে
ভাসাতে পারবে প্রাণভোর!

— আদিবিশ্ব থেকে ইতিহাসে

মানুষের নীতিচ্যুত অবমানব পরিণতি ঘটে ইতিহাসের দীর্ঘপথের বাঁকে বাঁকে।

মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব অনুষঙ্গ, লোককথা কবিতায় গহন ছায়াবিস্তার করেছে। 'স্বর্ণ গোধা', 'শ্রীমন্তের চড়া', 'কালীয়যাত্রার' মতো কবিতা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। বিভিন্ন ঘটনা ও অভিজ্ঞতার দর্পণে নিজেকে আমরা বিচিত্র রূপে আবিষ্কার করি। আত্মপরিচয়ের গভীরে স্তরে স্তরে জমে চেনা-অচেনা ছায়ার তরঙ্গ। নিজের সম্পর্কে সৃষ্টি হয় প্রশ্ন, সন্দেহ—

আমারই অখুঁত ছায়া। চর?
না তুমি নিজেই নিজে?
শীতের পাতার মতো ঝরে যায় রোষ, দিনশেষে।
আমি তার দু হাতের পাতা
ছিঁড়তে ছিঁড়তে তার মুখ আমার গলায় গলিয়ে টেনে আনি
ছায়া তার— আমারই অখুঁত ছায়া, চোর হয়ে কুঁকড়ে বসেছে।

— ছায়া

সময় সচেতন, রাজনীতি সচেতন দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উৎকণ্ঠা, আগামী পৃথিবী সম্পর্কে, অনিশ্চয়তা-নিগূঢ় হয়ে উঠেছে 'পর্ণনর ২৬ জুলাই ১৯৭৮' কবিতায়। রাজা রামমোহন রায়ের বিক্ষত উৎক্ষিপ্ত মূর্তি রাস্তায় পড়ে থাকার দৃশ্যে কেঁপে উঠেছিলেন কবি। বীক্ষণ ও উপলব্ধি অর্জন করল অভিনব ভাষাশিল্প। তিনি দেখতে পাচ্ছেন 'নলখাগড়ার মতো জনমানুষ' পাতালকুঠুরির চোরা ধাপ বেয়ে উঠে আসছে। 'সমুদ্র ১৯৭০' কাব্যগ্রন্থ ৩৪টি টুকরো কবিতার সমন্বয়। কোনো নাম নেই কবিতার, সূক্ষ্ম ভাবসূত্র দিয়ে বয়ন করা হয়েছে কবিতাগুলি। বাংলা কবিতা পাঠকের অনেক বিলম্ব ঘটে গেল দেবীপ্রসাদকে যথাযথভাবে শনাক্ত করতে। তাঁর সামর্থ্য ও নিজস্বতার প্রমাণ জ্বলজ্বল করছে এমন অনেক কবিতার একটি উদ্ধৃত করা হল 'সমুদ্র ১৯৭০' থেকে—

কত দীর্ঘ দিন লেগে যায়, ফটা ঘুরছে ঘা দিয়ে দিয়ে গোটা একখণ্ড
ইতিহাস পারশিবাগানে
ভোজ খেলা, ফানুসপিদ্দিম— ঘুরে ঘুরে ফুঁ দিয়ে বাজিয়ে তোলা ভুষুণ্ডি বুদ্‌বুদ্‌,
বেলগেছেয়
ছুরিকাঁটার উন্মাদ জলতরঙ্গ... কালো জমকালো বাতাসের মুখে মুখে
যেতে সুবাস মনধাতুর
আলদা একখানা মুকুট ঢলঢল করছে মাথায়।

—তত সংখ্যক কবিতা

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত পরবর্তী কবিতার বই— 'কশেরু ছুঁয়েছে পাইপগান', 'আফোটা চৌতিশা' 'গাছ আমার মূল', 'চানঘাট থেকে চিতাঘাট', 'কাগজ দুনিয়ার এককোণে', 'চন্দনের ভার্তি, 'ছিন্ন ছানো পথঘাট', 'ভাবি মাছ হতুম তো'। ক্রমাগত নবতর পথে পরিভ্রমণে নিরলস থেকেছেন কবি। ১৯৯২ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে প্রকাশিত আটটি গ্রন্থের কবিতা রচনাকাল খুঁজতে গিয়ে জানা যায় ১৯৭০-এ রচিত কবিতা সগৌরবে স্থান পেয়েছে অনেক পরের গ্রন্থে। দেবীপ্রসাদের চিত্রকল্প আশ্চর্য কল্পনায় দীপ্ত—

তাজা চুনবালিসিমেন্টের গন্ধে গন্ধে উড়ে এসেছে দুর্লভ ভ্রমর...
নতুন গ্রিলের গায়ে রঙ দিয়ে উঠল মউল। ঘরে কেউ নেই।
ঝরা শেষমাঘের মতন উড়তে উড়তে ভেসে চলেছে অলক্ষণ দিন...

—ঘুমন্ত

'কশেরু ছুঁয়েছে পাইপগান'-এর প্রথম কবিতা 'ঘুমন্ত' থেকে 'ছিন্ন ছড়ানো পথঘাট'-এর শেষ কবিতা 'তারা-ছড়ানো একটাই শামিয়ানা' আমাদের চেতনাকে সবুজ করে। দেশি শব্দের সাথে ইংরেজি শব্দ, কথ্যের পাশে সাধু, বেদনার অনতিদূরে ব্যঙ্গ, ঐতিহ্য ও নিরীক্ষার যোগসূত্র স্বাভাবিক মর্যাদায় আসন পেতে বসেছে দেবীপ্রসাদের কবিতায়। লোক দেখানো হুজুগ কিংবা অভ্যাসের আলস্য নিয়ে পৌঁছোনো যাবে না দেবীপ্রসাদ সৃজিত রহস্যের অন্দরমহলে। তাঁর মননশীলতা স্পর্শ করেছে, সাহিত্যের নানা মাধ্যমের গিরিশৃঙ্গ কিন্তু কবি পরিচয় অনেকান্ত দেবীপ্রসাদের সৃষ্টিশীলতার কেন্দ্রীয় সুর। কবিতায় তিনি ধীমান, সংকেতপ্রবণ আগুন রঙে আঁকেন জীবনপুরাণ, আদি প্রকৃতি ও আধুনিক বিশ্বের ছবি—

কে সজাগ ছিল? ফুল ধরে উঠল পাথরে ছুরিতে
পিস্তলের মুখে। রাত কষকষ করছে...
সবুজ পেছল এক সিঁদেল হঠাৎ চমকে ভাবে
তারই বুকে পরিয়ে দিয়ে যায় বুঝি পৌর সংবর্ধনা।

—তারা-ছড়ানো একটাই শামিয়ানা

'ভাবি মাছ হতুম তো' আলোর ঝড়ের দিকে, অনন্ত উড়ালের দিকে নিয়ে যায় পাঠককে।

দুনিয়া শেষ হলে জল— মহাসিন্ধু বলো, বা অনন্ত।
নীলিমা, জলধি পারাপার পাখিমাছ, ঝম্‌ঝম্ করছে তারার ফস্‌ফোরাস।
কে জানে চিদ্‌বস্তু আছে কি না পালে, স্যাটেলাইটের
বিধুননে!
নিরন্ত সাঁতারের কোনো পাড় আছে দুনিনা ছাড়ালে?

—খবর কাগজ

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার প্রস্তাবনাটুকু পেশ করা গেল এ-পর্যন্ত। তিনি এ-সময়ের একজন প্রধান ভাবুক, চিন্তক, শ্রমনিষ্ঠ গবেষক। আশি পেরিয়েও নিয়মিত জাতীয় গ্রন্থাগারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অভিনিবিষ্ট সময় কাটান আরও রত্নরাজির খোঁজে। গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণে তিনি বিশ্বাসী নন। কারণ প্রতিনিয়ত পরিমার্জনা ঘটে চিন্তায়, বাড়তে থাকে তথ্যের বৈভব, বিশ্লেষণের নতুন প্রেক্ষিত। তাই পুনর্মুদ্রণের বদলে নতুন সংস্করণ, গ্রন্থের সমৃদ্ধতর আত্মপ্রকাশ। বাংলা শিশুসাহিত্যে দেবীপ্রসাদের অবদান অপরিসীম। ছোটোদের জন্য লেখা তাঁর ছড়া ও কবিতার বই— 'রুপুলি মুকুট', 'রক্ত ফুলের তোড়া', 'উলুটি পালুটি পথ', 'এক যে ছেলে দশসাহসী', 'বীরপঁচিশি', 'পাঁচ রাস্তার পালা', 'বেশনগরের মোয়া'। প্রাচীন বাংলার রূপকথা, লৌকিক ছড়া, হেঁয়ালি, মঙ্গলকাব্য-মহাকাব্য-পুরাণের ঐতিহ্য পূর্বসূরি রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্রনাথ-উপেন্দ্রকিশোর-

সুকুমার-যোগীন্দ্রনাথের সৃষ্টির ভুবন, ইউরোপ থেকে জাপান পর্যন্ত শিশুসাহিত্যের সমুদ্র মন্থন করে আহৃত সম্পদ তিলে তিলে গড়ে তুলেছে দেবীপ্রসাদের ঐশ্বর্যবান চেতনা। সঙ্গে রয়েছে সহজাত কল্পনাপ্রবণ মন। যে-মন ফুল ফোটায়, পাখির ডাক শুনে পথ হারায়, কাঠবেড়ালির লুকোচুরি অনুসরণ করে। মণীন্দ্র গুপ্ত 'দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়' প্রবন্ধে শিশুসাহিত্য প্রসঙ্গে লিখেছেন— 'পূর্বপুরুষদের এই ভূমিতেই ছিল দেবীপ্রসাদের বেস ক্যাম্প। এখান থেকেই রসদ অক্সিজেনের কৌটো, স্লিপিং ব্যাগ, আইস অ্যাক্স্ নিয়ে তিনি নিজের পথে শিখরে উঠে নিজস্ব পতাকাটি উড়িয়েছেন।' এতে দেবীপ্রসাদের অমলিন মৌলিকতায় কোনো প্রভাব পড়ে না। ছোটোদের লেখায় ছন্দ, অন্ত্যমিল, নতুন শব্দ সৃষ্টিতে তিনি নজির সৃষ্টি করেছেন। এমনকী গভীর বিষয়কেও শিশুমনের যথার্থ উপযোগী করে তুলেছেন। এ থেকে বড়োদের মনে যেমন সঞ্চারিত হয় পুলক, ছোটোরাও খুঁজে নেয় তাদের প্রয়োজনীয় রসবস্তু। 'গীতগোবিন্দম্'-এর রচয়িতা জয়দেবের কান্তকোমল পদ কেন্দ্র করে একটি আশ্চর্য কবিতা লিখেছেন দেবীপ্রসাদ—

মধুর কোমল কান্ত পদং
মধু খেয়ে ওড়ে ক্লান্ত পতঙ।।
ফাগচুর ওড়া হাওয়া কুলকুল
বেণু ফুঁকে নাচে রাসের পুতুল।।
গেয়ে নেচে ফেরে— চূড়োর মালায়
ভরা ফাগুনের রঙ জ্বলে যায়।।
আমোদ-আমোদ— কানাকানি বন।
মধু খেয়ে ওড়ে ক্লান্ত পতঙ।।
ঢেউ গাঁথা জল, তমালের দল,
ঝুনুঝুনু বাজা দুপায়ের মল—
যারা যায়, দেখে দুটি চোখ ভরে।
টানা টানা চোখ কষ্ঠিপাথরে।।

—কবি জয়দেব

শিশুসাহিত্যের ষোড়শোপচার ভোজে দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবেশন করেছেন স্বাদু ও বিস্ময়কর লিমেরিক। 'এক যে ছেলে দশসাহসী'-র লিমেরিকের সাথে গণেশ পাইনের ছবি যেন সোনায় সোহাগা। দেবীপ্রসাদের লিমেরিকে রয়েছে বুদ্ধির দীপ্তি, হাস্যরস ও তির্যকতার মিশেল, উদ্ভট রসের আভাস, কল্পনার বিপুল বিস্তার সঙ্গে সুষম পরিমিতিবোধ। এই বিদেশি ধাঁচের পদ্য চোখ জুড়ানো লাবণ্য নিয়ে উপস্থিত হল তাঁর রচনায়—

একটা ছেলে চোপর বেলা ঘুরছে পথে টো টো—
ঘুম পেল তো ঘুমের ঝোঁকেই যাও না খানিক ছোটো—
'খিদে পায় না?' 'খিদে? দাঁড়াও
খাতায় লিখে এনেছি তাও—
পাচ্ছিনে, কই? ওমা খাতায় ওইটুকুই যে ফুটো।'

১৪০০ বঙ্গাব্দের ভারবি সংস্করণের পর ২০১০-এ পুনর্মুদ্রিত হয় 'রঙ্গ ফুলের তোড়া'।

অসামান্য প্রচ্ছদ ও চিত্রশোভিত বইটি হাতে নিলে আনন্দ হয়। রৌদ্র থেকে রদ্রু শব্দটি এসেছে। সকালের রোদের মতো ঝিকমিক করছে কনকমালা-কঙ্কাবতীর কথা, মেঘদিঘি, 'আঁটুল বাটুল শামলা শাঁটুল'-এর পুনর্নির্মাণ। রয়েছে সাঁঝপরী, ঝুপসি বট, কাঠবেড়ালির রূপকথা। সাঁঝপরীর উড়ে বেড়ানোর ছন্দ আবেশ ছড়ায়—

চিলছাদে, ওই চাঁপাগাছে, ওই ঘাসজঙ্গলে কী যেন
উড়ে উড়ে গিয়ে বসল, তখুন সাঁঝের ছায়াতে ভিজেনো
পাঁচিলের কোলে হুশ্ করে উড়ে উঠল আবার— ও মা, সে
জালি দেয়া পাখা মেলে দাঁড়িয়েছে, সারা শরীরটা ধোঁয়াশে।
ভালো করে কিছু বুঝতে পাই না— একগাদা পোকা নীল আলো
ঝাপটে তুলেছে! আর দেখি নে সে কী করে কোথায় মিলালো।

—সাঁঝপরী

দৃশ্যের পর দৃশ্য মুগ্ধ করে ছোটো থেকে বড়ো সবাইকে। গাছের গায়ে জ্বলতে থাকা চুনিমুক্তোর টুনি, ফুলের বনে হারিয়ে যাওয়া পথ, অজানা পাখির সুর পাঠকের জন্য অনুপম উপহার নিয়ে হাজির। প্রকৃতি রাজ্যের রহস্য ও বিস্ময় অন্তহীন সৌন্দর্যের পসরা সাজিয়ে বসেছে—

ছোট্ট গাঁদা গাছটা, গাছের আলতা-মানিক ফুলে
একটা পাখি— ছোট্ট পাখি একটু গেল দুলে।
ঘাসফড়িঙের দস্যি মেয়ের নক্‌শি ডানাজোড়া
দুলনি হাওয়ার উড়নি খেয়ে রদ্রু ফুলের তোড়া।

—রদ্রু ফুলের তোড়া

কবিতার মতোই ছোটোদের জন্য দেবীপ্রসাদ লিখেছেন মায়াবী আখ্যান। 'পুপু', 'সাদা বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে', 'বামন জাদুকরের গল্প' ভিন্নধর্মী কথকতার সংগ্রহ। 'সাদা বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে' শুরু করছেন 'হেঁয়ালির ছন্দ' থেকে নেওয়া ধাঁধার ছড়ার আলো আঁধারিতে— 'সাদা বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে পূর্ব পুটিয়ারি / সাদা বাড়ির মধ্যে আছে হলুদ রঙের বাড়ি।/ হলুদ বাড়ি যেতে চাও তো বলছি সহজ পথ...' সেই সাদা বাড়ি, যার মধ্যে রয়েছে হলুদ বাড়ি সেখানে পৌঁছোনোর পথ বলে দিচ্ছেন নিম্‌কাকু। মেঘ ছুঁই ছুঁই সাদা বাড়ি পুঁটুরি পুঁটিয়ারিতে। মেট্রো, বাস, ভুটভুটি চেপে গঙ্গা পেরিয়ে পৌঁছোতে হবে সেখানে। সাদা বাড়িটা আসলে একটা স্বপ্নের আস্তানা অথবা দিদুর বর্ণনা করা পুতুলবাড়ি। পুঁটুরি পুঁটিয়ারিও কল্পজনপদ। একদিন পুতুলবাড়ি ছিল দিদুর দখলে, আজ তা পুঁটুর। তখন পাখিপুতুল উড়ে যেত পাখির ঝাঁকের সঙ্গে। আজও উড়ে যায়। শিশুরা যে-অলীক জগতে বাস করে তা প্রকৃতপক্ষে কুয়াশাঘেরা অন্য এক বাস্তব। ছোটোদের কাহিনিতে দেবীপ্রসাদের গদ্যশৈলী ভারমুক্ত, চিত্রময়, অন্তরঙ্গ। দশটি গল্পের সংকলন 'বামন জাদুকরের গল্প'। শিশু মনস্তত্ত্বের গহনে প্রবেশ করে, গল্পগুলিতে লেখক তাদের বিশ্বস্ত সঙ্গী হয়ে উঠেছেন। 'মুখোশ', 'তারাদের ছেলে' কিংবা 'কুস্তি'র মতো গল্প বার বার পড়তে ইচ্ছে করে। তাঁর গল্পের চরিত্ররা চেনা অভিজ্ঞতায় আমদানি করে অপরিচয়ের জাদু। 'বেশনগরের মোয়া'ও প্রমাণ

পথে দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিত্বশক্তি যা ন্যারেটিভকে দিয়েছে সুদৃঢ় পথের নক্ষত্র-সংকেত— 'ক্ষীর ছেনে গড়েছি পুতুল, প্রাণ পাবে না শেষে? / প্রাণ পাবে কি? ও মা! ছাপার পাতখানা ফুট সাদা— / শূন্যে চেয়ে, কখন উঠে গেছেন অবিন দাদা' (অবিন দাদার গল্প)

বাংলা ভাষায় দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুবাদে মূল রচনার ভাববস্তু ও রূপ বজায় রেখে, তাকে দিয়েছেন স্বতন্ত্র শিল্পগৌরব। ছোটোদের জন্য তিনি অনুবাদ করেছেন টেড হিউয়েসের The Iron Man (১৯৬৮)। 'লোহামানুষ' নামে। সার্থক ভাষান্তর। পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত— লোহামানুষের আগমন, লোহামানুষের পুনরাগমন, কী করা যায় লোহামানুষকে নিয়ে, মহাকাশবাসী আর লোহামানুষ, লোহামানুষের চ্যালেঞ্জ। এই উপন্যাস 'Modern fairy tales'। এক ধাতব মানুষ এসে দাঁড়াল সাগর পাড়ের খাড়া পাহাড়ের মাথায়। বিপুল তার আকৃতি। ডান পা তুলতে গিয়ে তুলে দেয় যেন বাইরের মহাশূন্যে। তার খাদ্য কৃষির কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি। হোগার্থের বাবার অর্ধেকটা ট্যাঙ্কর সে খেয়ে ফেলেছে এবং আরও নানারকম লোহার চাষযন্ত্র। হোগার্থের সাথে বন্ধুত্ব হল লোহামানুষের। এদিকে মহাকাশ থেকে অতিকায় ভয়ানক ড্রাগন এসেছে পৃথিবীতে। পৃথিবী ধ্বংসের মুখে। মানুষের অস্ত্র ক্রিয়া করে না ড্রাগনের ওপর। শেষপর্যন্ত লোহামানুষ পরাজিত করল ড্রাগনকে। ড্রাগনকে পরিণত করল পৃথিবীর গোলামে। ড্রাগনের মনোভাবও পরিবর্তিত হল, তার অলৌকিক গানের সুরে পৃথিবীতে নেমে এল শান্তি। যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং মানুষ ও যন্ত্রের নিবিড় সম্পর্কের উপন্যাস 'লোহামানুষ'। দেবীপ্রসাদ অত্যন্ত মরমী ভাষায় অনুবাদ করলেন 'লোহামানুষ'। 'ফুল ফোটানো মানুষ' জাপানি লোককথা লোককবিতার অনুবাদ। দুই খণ্ডে রচিত 'পুবদেশি উপকথা' সম্পর্কে দেবীপ্রসাদ বলেছেন— এ বই অনুবাদ নয়, প্রতিবার নতুন কথক নতুন করে উপকথা বাঁধেন। পুরোনো গল্পগুলি আবার নতুন হয়ে ওঠে। শিশুসাহিত্য সম্পর্কে দুটি মূল্যবান গবেষণা গ্রন্থ রয়েছে লেখকের। ধীমান দেবীপ্রসাদের বিস্ময়কর শ্রম ও নিষ্ঠার পরিচয় বহন করে— 'বাংলা কিশোর সাহিত্যের ইতিহাস' এবং 'কথামালা, খুশির ছড়া'। গ্রন্থযুগলে বিষয়বিস্তার ও বিশ্লেষণ বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের সম্পদ হয়ে রইল। 'বাংলা ছড়া আর বিলিতি ছড়া', 'ডাকাত, ভূত, কল্পবিজ্ঞান, আর পাঁচ মিশালি' ইত্যাকার বিষয় পাঠকের রোমাঞ্চ বাড়িয়ে তোলে।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্টির ভুবন এত গভীর ও ব্যাপক, তাঁর সাহিত্য সাধনায় এত বহুত্বের সম্মিলন যে বর্তমান নিবন্ধের পরিসরে তার সামগ্রিকতা ছোঁয়া গেল না, শুধু ভূমিকা ও কয়েকটি সূত্রমাত্র লিপিবদ্ধ হল। আমাদের স্বপ্ন রইল আগামীতে এই মহৎ সৃষ্টিকর্মের নিবিড়তর পর্যালোচনার। সম্পাদক দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের বিস্ময়ের আরও একটি উৎস। 'রঙিন কবিতা', 'বাংলা আধুনিক সরস কবিতা', 'বাংলা লিমেরিক সংগ্রহ', ভারবি প্রকাশিত 'জীবনানন্দ দাশের কাব্য সংগ্রহ', সঞ্জয় ভট্টাচার্যর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা',

রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরীর 'কবিতাসমগ্র'। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর সঙ্গে যুগ্মভাবে সম্পাদনা 'আধুনিক কবিতার ইতিহাস'। এর বাইরে সম্পাদক দেবীপ্রসাদের আরও কীর্তি 'পাতাহরপ' নামে ছোট পত্রিকা সম্পাদনা। 'বাংলা লিমেরিক সংগ্রহ' (১৯৮৪) পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রচ্ছদে গণেশ পাইনের চিত্রালঙ্করণে এবং সম্পাদক রচিত অনু-জল্পনা সংযোজনে অসামান্য। লিমেরিক রচনানীতির প্রতি দেবীপ্রসাদের নিবিষ্টতার পরিচয় অন্য গ্রন্থেও রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লিমেরিক দিয়ে সংকলন শুরু হয়েছ। কবিদের জন্মসালের ক্রম অনুযায়ী সাজিয়েছেন। শেষ করছেন অনামিত কবিদের লিমেরিক দিয়ে। সংকলিত হয়েছে ৩৩০টি লিমেরিক, তার মধ্যে ৩১টি লিমেরিকের মূল ইংরেজি ও জার্মান রূপটি মুদ্রিত হয়েছে। মূল জার্মান ভাষা থেকে পাঁচটি লিমেরিক তর্জমা করেছেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। পাঁচপদী কাব্যরীতিটির জন্মভূমি আয়ার্ল্যাণ্ড। অনু-জল্পনা অংশে দেবীপ্রসাদ বলছেন— 'লিমেরিক গুরুস্বভাবী নয়, লঘু বলে তুচ্ছও নয়।' লিমেরিকের ইতিহাস এবং বাংলা ভাষায় তার বিকাশ সম্পর্কে বিদগ্ধ আলোচনা করেছেন সম্পাদক 'অনু-জল্পনা'-য়। তারপর 'টুকরো কথা'-য় 'The History of sixteen wonderful Old Woman'(১৮২০), 'Anecdotes and Adventures of Fifteen Gentlemen' (১৮২১) বই দুটির প্রসঙ্গে লিমেরিকের পূর্বকথা জানালেন আমাদের। 'পাগলামির পুঁথি', 'বাংলায় লিয়ার', 'কলকাতা-লিমেরিক', 'লিমেরাইকু'— ছোটো লেখাগুলি লিমেরিককে কেন্দ্র করে অনেক নতুন তথ্য পরিবেশন করেছে। 'লিমেরাইকু' অভিনব একটি ফর্ম। লিমেরিক ও হাইকুর সংকর পদ্য, তিন চরণের। একটি উদাহরণ—

সাহা সাবের মেম,
দেখলেম : দেশী, ববকেশী
জেম্!

বাংলা লিমেরিকের ভাণ্ডার অত্যন্ত সমৃদ্ধ। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় জহুরির মতো খুঁজে খুঁজে তার বৈচিত্র্য ও শ্রেষ্ঠতার সংকলিত করেছেন। যেমন সজনীকান্ত দাস সভাপতি ইউ. রায়ের পতন বোঝাতে উলটে লিখলেন পঞ্চম চরণটি—

বেথুনের মিস্ বোস হার্ডল্স্ দৌড়ায়
কলেজের স্পোর্টসেতে, সভাপতি ইউ. রায়।
এ-দিক ও-দিক দেখে
ডান পা'টি গেল ঠেকে;
হায় হল চিতপাত এইরূপ গিয়ে পড়ে!!

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একজন প্রধান গল্পকার, টেনিসের স্রষ্টা, প্রাবন্ধিক, উপন্যাসকার, বিদগ্ধ অধ্যাপক। লিমেরিকেও তিনি সফল। ভাষাতাত্ত্বিক পবিত্র সরকারের লিমেরিকে বধূহত্যার মতো নিষ্ঠুর সামাজিক প্রসঙ্গ। 'বাংলা লিমেরিক সংগ্রহ' একটি অবশ্যপাঠ্য সংকলন। উদ্ধৃত হল দু-জনের লিমেরিক—

রেগে আগুন চণ্ডীখুড়ো, ছিঁড়ছে নিজের দাড়ি—
গিন্নি এসে মাথায় তাহার চাপায় ভাতের হাঁড়ি।

খুড়ো যতই চেঁচিয়ে ওঠে
খুড়ীর মুখে হাস্য ফুটে,
চটবে যত ভাতটা তত ফুটবে তাড়াতাড়ি।
—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লিমেরিক

কুপিত শাশুড়ি বলে, 'ঊনত্রিশে ফাগুনে
বিয়ে হল, চৈত্রেই বউ দেখি রাগুনে।
বাপেও দেয়নি পণ,
তাই বলি, বাছাধন,
বৈশাখে দিন দেখে ঠাসো তাকে আগুনে।'
—পবিত্র সরকারের লিমেরিক

বাংলা কবিতার আধুনিকতা একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে আশ্রয় করে এবং রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই প্রসঙ্গে বিষ্ণু দের কবিতা মনে পড়ে—

সে কথা তো জানি তোমাতে আমার মুক্তি নেই,
তবু বারে বারে তোমারই উঠানে যাওয়া আসা।

এমন দ্বন্দ্ব-সংশয়-উত্তরণের পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে বাংলা কবিতায় অনেক বাঁকবদল এসেছে। ভাষা-ছন্দ-বিষয় গভীর সন্ধিৎসায় অভিমুখ পরিবর্তন করেছে। বিচ্ছিন্নতাবোধ ও সমন্বয়ের যৌথ যাপনের স্বরায়ণে পরিণতি পেয়েছে আধুনিক বাংলা কবিতা। বাংলা কবিতার আধুনিকতা নিয়ে আকরগ্রন্থ সম্পাদনা যুগ্মভাবে দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত— 'আধুনিক কবিতার ইতিহাস'। বাংলা কবিতার তাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও সময়ের সাথে সাথে গতি পরিবর্তনের প্রসঙ্গ নিয়ে রয়েছে মূল্যবান আলোচনা। গ্রন্থটির দুটি অংশ— ইতিহাস ও অনুষঙ্গ। ইতিহাস অংশে রবীন্দ্রনাথ, আধুনিক বাংলা কবিতা এবং রবীন্দ্র পরবর্তী ছয় দশক নিয়ে ছটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রবন্ধ রয়েছে। সঙ্গে ভাষা ও ছন্দ নিয়ে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ।

আধুনিকতার বহুমাত্রিক পরিসর আবিষ্কার করতে চেয়েছে অলোকরঞ্জনের প্রবন্ধ— 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা' এবং 'পঞ্চাশ', গত শতাব্দীর পাঁচের দশকের কবিতা নিয়ে আলোচনা। এছাড়া রয়েছে রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী, মণীন্দ্র গুপ্ত, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, অলোক রায়, দীপঙ্কর দাশগুপ্ত, সুমিতা চক্রবর্তী, সুশান্ত চট্টোপাধ্যায় ও শুভব্রত চক্রবর্তীর প্রবন্ধ। গ্রন্থের 'অনুষঙ্গ' পর্বে অনুবাদচর্চা, কবিতাপত্রের ইতিহাস, কাব্যনাট্য, বাংলা কবিতায় উত্তরাধুনিকতা, পরিভাষা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে মননশীল প্রবন্ধ সংকলিত। লেখকসূচিতে আছেন স্বনামে প্রতিষ্ঠিত অশ্রুকুমার সিকদার, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, রঞ্জিত সিংহ, সুবীর রায়চৌধুরী, আনন্দ ঘোষ হাজরা, সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার ঘোষ, দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়। ১৯০০ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত বাংলা কবিতাকেন্দ্রিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার পঞ্জি তৈরি করেছেন দেবীপ্রসাদ 'প্রাসঙ্গিক সময়ক্রম' সংকলনে। আধুনিক বাংলা কবিতার পাঠ অসম্পূর্ণ থেকে যেত এমন একটি সুসম্পাদিত গ্রন্থ আত্মপ্রকাশ না করলে।

ভারবি প্রকাশিত 'জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ' দেবীপ্রসাদের অবিস্মরণীয় সম্পাদনা। নিরলস সাধনার ফসল। জাতীয় গ্রন্থাগার জীবনানন্দের ৪৮টি খাতা সংরক্ষিত। সেইসব খাতায় জীবনানন্দের কবিতার কাটাকুটি, সংশোধন, খসড়া, চূড়ান্ত রূপ তিনি মিলিয়ে দেখেছেন বছরের পর বছর। রূপভেদ, পাঠান্তর তীক্ষ্ণভাবে বিচার করে 'ঝরা পালক', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'বনলতা সেন', 'মহাপৃথিবী', 'সাতটি তারার তিমির', নাভানা প্রকাশিত 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'রূপসী বাংলা', 'বেলা অবেলা কালবেলা' আটটি কাব্যগ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ১৯১৯-১৯৫৪-এর মধ্যে লিখিত কিন্তু অগ্রন্থিত অসংখ্য কবিতা 'অন্যান্য কবিতা' শিরোনামে সুসংকলিত। ২৭৫ পৃষ্ঠা জুড়ে বিন্যস্ত কবিতাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে ও সংকলন গ্রন্থে ছাপা হয়েছিল। ৯৩ পৃষ্ঠার ভূমিকায় কবির জীবন, কবিতা, গ্রন্থ প্রকাশ, পাণ্ডুলিপি সমস্যা, পাঠভেদ সম্পর্কে অনুপুঙ্খ বিচার করে রচনা করেছেন মূল্যবান সন্দর্ভ। শৈশব, মা কুসুমকুমারী দাশ, সর্বানন্দ ভবন, বরিশালের স্মৃতি, কীভাবে জীবনানন্দর কবিতা-গল্প-উপন্যাসে শেকড় বিস্তার করেছে তার মায়াবী বিবরণ ভূমিকায় রয়েছে। জীবনের ঘটনাপ্রবাহ ও কবিতার পারস্পরিক যোগসূত্র, বিভিন্ন পর্বান্তরে চিন্তা-চেতনায় বাঁকবদল বিদেশি কবিতার অনুপ্রেরণা, নিজের লেখা কবিতার তর্জমা, সমাজ-রাজনীতির গভীর অসুখে কবির প্রতিক্রিয়া— দেবীপ্রসাদ বিশ্লেষণ করেছেন তথ্য ও অনুভবের প্রগাঢ় যৌথতায়। বাংলা কবিতার আধুনিকতার যুগপুরুষ এবং সমকাল অতিক্রম করে যাওয়া জীবনানন্দর গ্রন্থ প্রকাশ অভিজ্ঞতা সারাজীবন ধরেই ছিল বেদনাদায়ক। 'সুদর্শনা', 'মনবিহঙ্গম', 'আলোপৃথিবী' নামে জীবনানন্দর যে-বইগুলি প্রকাশিত হয়েছিল মৃত্যুর পরে, সে-সম্পর্কে দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—'কৌতূহলী পাঠকের কাছে এই বইগুলির মূল্য অনেক। আমাদের এই বইয়ে অবশ্য কবি স্বয়ং গ্রন্থবদ্ধ করে যাননি সাময়িক পত্রে বা সংকলনে প্রকাশিত এমন সব লেখাই, অধিকাংশ স্থলে, আমরা 'অগ্রন্থিত কবিতা' পর্যায়ে পত্রিকায় তাদের প্রকাশক্রম অনুযায়ী সাজিয়ে দিয়েছি।' বরিশালে প্রকৃতিনিবিষ্ট জীবনানন্দর নির্জন জীবন সম্পর্কে সহকর্মীর স্মৃতিচারণ— 'কবি মিশুক প্রকৃতির লোক ছিলেন না। বরিশাল শহরে কারও সঙ্গেই তাঁকে ঘনিষ্ঠ হতে দেখিনি... মাঠের পাশের বাঁকা পথ ধরে কলেজের পিছন দিক দিয়ে কলেজে যেতেন, ক্লাসে শান্ত গম্ভীর ভঙ্গিতে পড়াতেন, অবসরকালে কষ্টিপাথরের মূর্তিটির মতো বিশ্রামকক্ষের কোণে বসে থাকতেন। তারপর সেই নিরালা পথটি ধরে ফিরতেন নিজের নির্জন গৃহে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ডুরাণ্ডা ঘেরা দূর্বাশ্যামল প্রাঙ্গণে আনতদৃষ্টিতে দ্রুত পরিক্রমা ছিল তাঁর নিত্যকর্ম।' সময় জীবনানন্দকে সংক্ষুব্ধ করেছে। সুচেতনাবোধ বেদনার্ত হয়েছে— 'যেন এই পৃথিবীর বেলা শেষ হয়ে গেছে। ম্লান ঘোড়া নিয়ে একা তুমি / কড়ির পাহাড় খুঁজে ঘুরিতেছে/ঘুরিছ গড়ের মরুভূমি।' খসড়া, পাঠান্তর, আনুষঙ্গিক কবিতা নিয়ে সুবিস্তৃত গবেষণালব্ধ তথ্য সম্পাদনাকে সমৃদ্ধ করেছে। পরিশিষ্টে কবিতা নিয়ে জীবনানন্দর ভাবনা, 'ক্যাম্পে', 'আট বছর আগের একদিন' কবিতা কেন্দ্র করে 'শতভিষা', 'পূর্বাশা'-য় প্রকাশিত আলোচনা সংযোজিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে লেখা জীবনানন্দর কয়েকটি চিঠি ও কিছু কবিতার ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত হয়েছে। এমন একটি মহৎ সম্পাদনার জন্য দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পাঠক ঋণী থাকবেন।

অশোক মিত্র যে-বইকে 'জীবনানন্দ-সংহিতা' আখ্যা দিয়েছিলেন, সে-বই ছাড়া জীবনানন্দ চর্চা কল্পনা করা যায় না, সেই বই 'জীবনানন্দ দাশ : বিকাশ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত'। যে-ইতিহাস ধূসর হয়ে বিলুপ্ত হতে পারত, তা দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রযত্নে, নিবিড়তম গবেষণায় সমকাল ও ভাবীপ্রজন্মের জন্য স্থায়ী সম্পদ হয়ে থাকল। 'বিকাশ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত'-এর অনুপূরক খণ্ড 'জীবনানন্দ দাশ : উত্তরপর্ব'। এই বইও দেবীপ্রসাদের আরেক অনন্য কীর্তি। 'জীবনানন্দ দাশ : বিকাশ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত'-র সূচনা জীবনানন্দ দাশের জীবনপঞ্জি দিয়ে। ১৯১৫-১৯৫৪ কালসীমায় জীবনানন্দর লেখা চিঠি, আলোচনা; জীবনানন্দকে লেখা চিঠি ও তাঁর সম্পর্কে আলোচনা, অজস্র নিন্দা-প্রশংসা-ব্যঙ্গের ইতিহাস নিখুঁত ক্রম অনুসরণ করে সন্নিবেশিত। শুরু হচ্ছে জীবনানন্দকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ ২২ অগ্রহায়ণ, ১৩২২ লিখছেন— 'তোমার কাব্যশক্তি আছে তাতে সন্দেহমাত্র নেই। কিন্তু ভাষা প্রভৃতি নিয়ে এত জবরদস্তি কর কেন বুঁঝতে পারি নে।' বুদ্ধদেব বসু 'কবিতা' চৈত্র ১৩৪৯-এ জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' গ্রন্থের আলোচনায় লিখলেন— 'আমাদের সকলের মধ্যেই সেই যে একজন চিরকালের কবিকে মাঝে মাঝে দেখতে পাই যার দেশ নেই, কাল নেই, জাতি নেই, গোত্র নেই, মানুষের সমস্ত সুখ-দুঃখ, সভ্যতার সমস্ত উত্থান-পতন পার হয়ে যার সুর আজকের মতো কোনো-এক বসন্তপ্রভাতে হঠাৎ আমাদের মনে এসে ঘা দেয়, আর মুহূর্তে উচ্চনিনাদী প্রকাণ্ড বর্তমান সমগ্র অতীত-ভবিষ্যতের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়— সেই নামহারা ক্ষণস্থায়ীকে কিছু সময়ের জন্য যেন কাছে পেলুম 'বনলতা সেন' বইটিতে।' জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মতো সমসাময়ের প্রতিষ্ঠিত কবিদের শ্রদ্ধা, মুগ্ধতা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু তাঁকে ভুল বুঝবার, ব্যঙ্গাত্মক সমালোচনা করার মানুষের অভাব ছিল না। সর্বাগ্রে মনে পড়ে 'শনিবারের চিঠি'-র সম্পাদক সজনীকান্ত দাসের কথা। তিনি একটি আলোচনায় লিখলেন— 'কবি হৃদয়ের মাংসে যে ব্রিজ ও গলগণ্ড ফলিয়াছে তাহা স্বীকার করা— বাণী বৈ কি! কবিতাটির নামকরণে বোধহয় কিছু ভুল আছে, 'বোধ' না হইয়া কবিতাটির নাম 'গোদ' হইবে। চালকুমড়া ফলা-র মতো ইহা মাংস ফলা-র কবিতা।' 'ক্যাম্পে' কবিতা নিয়ে তুমুল বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। অনেক ভুল তথ্য জন্ম নিয়েছিল। আত্মপক্ষ অবলম্বন করে জীবনানন্দকে লিখতে হল—'কিন্তু তবুও 'ক্যাম্পে' অশ্লীল নয়। যদি কোনো একমাত্র স্থির নিষ্কম্প সুর এ কবিতাটিতে থেকে থাকে তা জীবনের-মানুষের-কীট-ফড়িঙের সবার জীবনেরই নিঃসহায়তার সুর।' প্রতিটি চিঠি ও রচনার সূত্র-টীকার সুবিস্তৃত সন্নিবেশে দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় তন্নিষ্ঠ। বিস্ময় জাগে জীবনানন্দকে নিয়ে দেবীপ্রসাদের গবেষণার পরিধি

ও ব্যাপকতার কথা ভাবলে। জীবনানন্দর গ্রন্থভুক্ত কবিতার সূচি, প্রথম প্রকাশ, কাব্যের বিভিন্ন সংস্করণ, কোন পত্রিকায় সেইসব কবিতা প্রকাশিত তার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য রয়েছে। বিবরণ রয়েছে কল্লোল-কালিকলম-প্রগতিতে কবির প্রকাশিত কবিতার নাম ও সাল তারিখের। 'বিকাশ-প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত' পর্ব জীবনানন্দকেন্দ্রিক মূল্যবান আলোচনা সম্ভার আলোকিত। পরিশিষ্ট ১— ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত জীবনানন্দের উল্লিখিত ও আলোচিত কবিতাসমূহ, পরিশিষ্ট ২— অসংকলিত প্রাসঙ্গিক রচনা, পরিশিষ্ট ৩— জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত জীবনানন্দর ৪৮টি খাতায় প্রাপ্ত কবিতার প্রথম ছত্র অনুসারে তালিকা। আশ্চর্য এই তালিকার ব্যাপ্তি— ৬৯ পৃষ্ঠা। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনানন্দ গবেষণার ক্ষেত্রে অসাধ্য সাধন করেছেন। এমন প্রামাণ্য দীপ্যমান গবেষণার নজির বাংলা ভাষার অপ্রতুল।

বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীদ্রনাথের চিঠিপত্র চতুর্দশ খণ্ড এবং রবীন্দ্রনাথের ছবি ও গান পাঠান্তর সংস্করণ সম্পাদনা করেছেন দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাবন্ধিক দেবীপ্রসাদের কয়েকটি স্মরণীয় আলোচনা গ্রন্থ— 'কাব্যের মুক্তি ও তারপর', 'জীবনানন্দ দাশ : কবি ও কবিতা, 'মুহূর্তের ভাষ্য' এবং 'Monograph : Premendra Mitra'। কবিতাকে অনুভব করার জন্য পাঠ প্রস্তুতির পাশাপাশি প্রয়োজন নিবিড় সংবেদী হৃদয়, আধুনিক মনন, সংকেত রহস্যের প্রতি মুগ্ধতা ও নিরাসক্তি। অনুভূতির এইসব ঐশ্বর্য দিয়ে দেবীপ্রসাদ গ্রহণ করেছেন দেশ-বিদেশের প্রকৃত কবিতারাজি। রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরীর 'কবিতা সমগ্র' সম্পাদনার ক্ষেত্রে আমরা দেখি রমেন্দ্রকুমারের কবিতার পাঠ প্রতিক্রিয়ায় দেবীপ্রসাদ তুলে ধরলেন কবির রচনাপ্রবণতার সারাৎসার— 'অতিক্রান্ত অকৃতী দিনের দুঃখসুখের আবেগ কবিতার বস্তুবিষয় করে নিয়েছেন, কিন্তু লিখেছেন আধুনিকতম নান্দনিক বয়ানে'। 'আরশিনগর' থেকে 'ভাদ্রপদ'— এই অভিযাত্রায় রমেন্দ্রকুমার রূপদক্ষ ছুরিতে শাশ্বতবৃক্ষের বাকলে উৎকীর্ণ করে গেছেন ঘনীভূত মৌলিকতা। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'ভেক মূষিকের যুদ্ধ' দেবীপ্রসাদের আরেকটি সার্থক সম্পাদনা। ঈশপের গল্পে ভেক-মূষিকের কাহিনি আছে। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৫৮ সালে 'ভেক মূষিকের যুদ্ধ'-এর মর্মানুবাদ করেন। ইউরোপে এই কাহিনি বহুমাত্রিক রূপান্তরে বিরাজমান। মহাকবি হোমারের নামেও এই গল্প প্রচলিত আছে। এ-সম্পর্কে গ্রন্থের ভূমিকায় দেবীপ্রসাদের প্রাজ্ঞ আলোকপাত অনেক কিছু জানার সুযোগ করে দেয়। এডুকেশন গেজেট থেকে উদ্ধৃত হয়েছে তিন সর্গের এই কাব্য। লোয়ের সংস্করণের ইংরেজি পাঠ The Battle of the Frogs and mice (১৯১৪) বইয়ের শেষাংশে সংযোজিত। পরিশিষ্টে রয়েছে মাইকেল মধুসূদন দত্তর 'মেঘনাদবধ কাব্য'-কে ব্যঙ্গ করে লেখা জগবন্ধু ভদ্রর 'ছুচ্ছুন্দরীবধ কাব্য'-এর প্রথম সর্গ। কয়েকটি ভেক চরিত্র— ফুল্লগণ্ড, পঙ্কশায়ী, কটকটিয়া এবং কয়েকটি মূষিক চরিত্র— শস্যহারী, মোদক-চোর, ভাণ্ডবিহারী উল্লেখ করা হল যা রঙ্গলালের হাস্যরস সৃষ্টির দক্ষতার পরিচায়ক। কাব্যের অংশবিশেষ পাঠে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের করস কবিত্বশক্তির সন্ধান পাওয়া যাবে—

এত বলি ফুল্ল-গণ্ড বসে সিংহাসনে।
কথা শুনি দ্বিগুণ মাতিল ভেকগণে।।
সবুজ পোষাক পরে যতেক প্লবঙ্গ।
শৈবাল সাজোয়া দিয়ে ঢাকিলেক অঙ্গ।।
পাতাড়ীর পাতা ঢালে শোভে পৃষ্ঠ দেশ।
কোথা কে দেখেছে হেন সংগ্রামের বেশ?

'পাতাহরপ' পত্রিকার অনেকগুলি সংখ্যা দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। শিশুমনে আনন্দ পরিবেশনে এবং চিন্তার সুরভি বিস্তারে একটি আদর্শ পত্রিকা 'পাতাহরফ'। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গদ্যের লাবণ্য, ঋজুতা ও নিজস্বতার সৌন্দর্য। তাঁর গদ্যশৈলী যুক্তিশানিত, প্রজ্ঞাভূষিত, বিচারনিষ্ঠ।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দীপক রায় 'বাংলা আধুনিক কবিতা' ১ম খণ্ড সম্পাদনা করেন, প্রকাশকাল ১৯৯২। সংকলনে স্থান পেয়েছেন ৬৩ জন কবি। সংকলনের প্রথম কবি জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), শেষ কবি সুনীল বসু (১৯৩০-১৯৯৫)। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র অন্তর্গত 'মৃত্যুর আগে' সূচনা কবিতা গ্রন্থের। জীবনানন্দের মোট ১৬টি কবিতা সম্পাদকদ্বয় গ্রন্থভুক্ত করেছেন। নির্দিষ্টভবে রবীন্দ্রোত্তর কবিতাকে আধুনিকতার লক্ষণযুক্ত বলে গ্রন্থে চিহ্নিত করা হল। দেবীপ্রসাদ বলছেন— 'আধুনিক কবিতায় আগে নিশ্চয় দর্শনের, বা নন্দনদৃষ্টির আধুনিকতা, পরে আছে সমাজ পরিস্থিতির আধুনিকতা'। আধুনিক বাংলা কবিতার অনেকগুলি সংকলনের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সবচেয়ে বেশি জনাদৃত। বুদ্ধদেবের সূচনাবিন্দু ছিল রবীন্দ্রনাথ। ১৯৫৩ সালে প্রথম সংস্করণে বুদ্ধদেব বসু ৪৯ জন কবিকে সংকলনভুক্ত করেন, ১৯৭৩-এর পঞ্চম সংস্করণে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৬৭। পাঁচের দশকের ১০ জন কবিকে পঞ্চম সংস্করণে যুক্ত করা হল। প্রাক্ জীবনানন্দ পর্বের ১০ জন কবি বুদ্ধদেবের সংকলনে রয়েছেন, তাঁরা দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়-দীপক রায় কৃত সংকলনে অগৃহীত। কাজী নজরুল ইসলাম ও জীবনানন্দ দাশের জন্মসাল ১৮৯৯, তথাপি জন্মসালের ভিত্তিতে নয়, আধুনিকতার লক্ষণের ভিত্তিতে নজরুলকে গ্রহণ করা হয়নি দেবীপ্রসাদ-দীপক রায় সম্পাদিত গ্রন্থে। অন্যদিকে মণীন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'আবহমান বাংলা কবিতা' তৃতীয় পর্বের কালসীমাও জীবনানন্দ দাশ— সুনীল বসু। সংকলিত কবির সংখ্যা ৬২। তবুও বলতে হবে কবি ও কবিতা নির্বাচনে অনেক সারূপ্য থাকলেও দেবীপ্রসাদ ও মণীন্দ্র গুপ্তর সংকলনের অমিলের পরিমাণ কম নয়। যেমন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, জগদীশ ভট্টাচার্য, সরোজকুমার দত্ত, পরমানন্দ সরস্বতী, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, কৃষ্ণ ধর, সিদ্ধেশ্বর সেন প্রমুখ গৃহীত হননি মণীন্দ্র গুপ্তর 'আবহমান বাংলা কবিতা'-য়। অন্যদিকে বুদ্ধদেব বসু, বিরাম মুখোপাধ্যায়, মৃণাল কান্তি, সুকান্ত ভট্টাচার্যকে 'আধুনিক বাংলা কবিতা'-য় যুক্ত করলেও মণীন্দ্র গুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ উভয়ের সম্পাদনায় তাঁরা অস্বীকৃত। কবিতা সম্পর্কিত রুচির তারতম্য অনেক সময়ই ইতিহাসের পথক্রমের ধারাকে সংশয়াচ্ছন্ন করে। দেবীপ্রসাদ-দীপক রায় সরোজকুমার দত্তর মতো বিপ্লবী কবিকে গ্রহণ করলেন, অথচ সুকান্ত ভট্টাচার্যর মতো জনপ্রিয় মার্কসবাদী কবি রইলেন ব্রাত্য। একই

রকমভাবে তাঁরা জগদীশ ভট্টাচার্যর প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করলেন, সংকলনের বাইরে রাখলেন অন্নদাশঙ্কর রায়, জসীমউদ্দীনকে। এক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিকতা কি প্রশ্নে দীর্ণ হয় না?

অনুবাদক দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুরুত্ব প্রশ্নাতীত। অনুবাদ করেছেন হিমেনেথ-এর কবিতার বই— 'প্লাতেরো আর আমি', 'শিকড়ের ডানা'। অনুবাদিত হয়েছে ফেদেরিকো গারথিয়া লোরকার তিনটি বই— 'ষাঁড় ও কিন্নর', 'নিউইয়র্কে কবি', 'রক্তের পরিণয়'। এছাড়া দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুবাদ করেছেন— 'বের্টোল্ট ব্রেখটের কবিতা', 'অমল গানের বই উইলিয়ম ব্লেক', 'আরক্ত চন্দ্রমা : বিদ্যাপতির পদাবলী', 'ইকবাল : কবি দেশপ্রেমী' প্রভৃতি। বাংলা ভাষার তিনি অন্যতম প্রধান অনুবাদক। রাসকিন বণ্ড, নাফতালি শ্লেমিয়েলদের গদ্যও অনুবাদ করেছেন। লোরকা বিশ্বখ্যাত স্প্যানিশ কবি, নাট্যকার, নাট্যপরিচালক। মাত্র ৩৮ বছর বয়সে, ১৯৩৬ সালে স্প্যানিশ গৃহযুদ্ধে নিহত হন। তাঁর দেহ পাওয়া যায়নি। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ষাঁড় ও কিন্নর' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন— 'লোরকা আজ সারা বিশ্বের ধ্রুপদী লেখক।... লোরকার লেখাতে যে ব্যথিত ইন্দ্রিয়ময় জীবন, জীবনের পাশে পাশে মৃত্যু-নিয়তির যে স্পন্দিত চলাচল (মৃত্যু তাঁর কাছে জীবন সঙ্গিনী— তরুণী, রূপসী, জীবনের বিপরীত নয়), সে লেখার আদিম আনন্দ কষ্ট রক্তপাত ভাষা অতিক্রম করে আসতে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে— নানা দেশে, নানা বিপরীত মানুষের কাছেও কবির সমাদরের সে বড়ো কারণ।' 'ষাঁড় ও কিন্নর'-এর অন্তর্বর্তী অংশে— 'কবিতার পুঁথি', 'গভীর গানের কবিতা', 'গানগুচ্ছ', 'বেদিয়া গীতিকা', 'ন্যু ইয়র্কে কবি', 'ইগনাসিয়ো সাঞ্চেস মেহিয়াসের জন্য বিলাপগাথা', 'দিওয়ান ঈ তামারিত', 'বিবিধ কবিতা', 'নাটকের কবিতা'। লোরকা রচিত এইসব গ্রন্থের অন্যতম 'বেদিয়া গীতিকা'-র এক টুকরো উজ্জ্বল উদ্ধার—

পার্চমেন্ট কাগজের চাঁদটা তার
খেলতে খেলতে আসছে প্রেসিয়োসা
লরেল আর স্ফটিক সোঁতাজলের
উভচলা জোড়পথের ওপরে।

—প্রেসিয়োসা আর বাতাস

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় লোরকার ইউ ইয়র্কে কবি (POETA ENNUEVA YORK) প্রসঙ্গে বলেছেন লোরকা রাজনীতিপ্রাণিত তথাকথিত বিপ্লবের কবি ছিলেন না। প্রথার ভেতর থেকে প্রথা ভেঙেছেন। 'লোরকার কবিতায় বিপ্লব যদি থাকে সে প্রথার বাইরে চলবার বিপ্লব, দলমতবদ্ধ বিপ্লব সে নয়। তার চাইতে স্পৃশ্য তাঁর কবিতাতে সমব্যথীর হৃৎস্পন্দ, আর অপার চরাচরের মধ্যে উচ্চাবচ মুছে দেওয়া একতলচারী মানুষের যে নিয়তি। তার উপলব্ধি বিপ্লবের চেয়ে বড়ো, সাত্ত্বিক উপলব্ধি।

'বের্টোল্ট ব্রেখ্‌টের কবিতা'-র অনুবাদে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত কৃত ভূমিকায় পাই— 'আমার বন্ধু দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রেশ্‌টের কবিতার বিবর্তনের সামগ্র্য ধরে রেখেছেন তাঁর মূলানুগ অথচ স্বকীয়তার দৃপ্ত ভাষায়।' গভীর মনন, মনীষা, উচ্চ শ্রেণির কাব্যবোধ, মূল রচনা অনুসরণে সানুরাগ নিষ্ঠা দেবীপ্রসাদের অনুবাদ সার্থক ও সংবেদী করেছে—

কার্তিকা ঝড়ের কণ্ঠ বেজে উঠছে শুনি
লনবনের পাশে ছোটো আমার বাড়ির চারিধারে,
আমারই নিজের কণ্ঠস্বর মনে হয়।

পরম আরামে
আমারই বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনতে থাকি
দিঘির উপরে গোটা শহরের মাথায় পাক খায়
আমারই নিজের কণ্ঠস্বর।

— কার্তিকা ঝড়ের কণ্ঠ

স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় ১৯৩৬-এ মাদ্রিদের বাড়ি কিছুদিনের জন্য বন্ধ করে হিমেনেথ সস্ত্রীক আমেরিকা গেলেন, ভেবেছিলেন অশান্তি থামলে ফিরে আসবেন দেশে, আজীবন তাঁর আর ফেরা হয়নি। 'হিমেনেথের লেখায় সংবাদ নেই, তথ্য নেই, মতবাদ বা ইতিহাস নেই। তাঁর রূপিত মুহূর্তেও সময়চিহ্ন পড়েনি। দৃষ্টিশ্রুতি স্পর্শগন্ধগতির ইন্দ্রিয়ানুভব শব্দে বেঁধেছেন তিনি ইম্প্রেশনিস্টের কলমে। পরেও তাঁকে অধিকার করেছে একাগ্র দিব্যানুভূতি। এমন নিরবধি কবির ভুবনে কারও আবাহন নেই, নিজেই বলেছেন, তাঁর প্রিয় বিপুলা সংখ্যালঘুর জন্য তাঁর কবিতা।' হিমেনেথের ছোট ছোট লিরিক রয়েছে বাক্‌পথাতীত অনুভব। দেবীপ্রসাদের অনুবাদে পাঠকহৃদয়ে সঞ্চরমাণ এই উপলব্ধি। 'শিকড়ের ডানা'-র দু-একটি তন্ময় আলোকবিন্দু—

১। আমি চলে যাব। ওই পাখি ওইখানে বসে সারাদিনমান
এখনি গাইবে।
আমার ওই বাগান এমনি থাকবে সবুজ সবুজ গাছ সাদা
পাড় দেওয়া কুয়ো

— শেষ যাওয়া

২। ফুলে ফুলে ভরে ওঠে গাছ,
আর রোজ, রাত্রি এসে নিয়ে যায় তার
অর্ধেক কুসুম।

— রাত্রি

প্লাতেরো নামের গাধাকে কেন্দ্র করে হিমেনেথের কবিতাগুলি কালজয়ী। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্লাতেরো আর আমি'-তে ৫১টি কবিতা অনুবাদ করেছেন। 'প্লাতেরো হল রূপকথার এক অপরূপ পশুপুতুল।' সে কবির আনন্দযাত্রার সঙ্গী। হিমেনেথের কাছে স্থান কালের সীমা— মহাবিশ্ব, মহাকাল। চেতনার অন্তঃস্রোত বয়ে চলেছে। কবি দীপক রায়ের একটি বর্ণনা অনুসরণ করে পৌঁছোব হিমেনেথের অনুভবের কাছে— 'একদিন প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। প্লাতেরোকে এই বৃষ্টি দেখাতে হবে কবির। বৃষ্টির ধারায় ঝরে পড়ল একটা ফুল। কবি বললেন— 'ও যেন ওই গোলাপের অন্তরাত্মা... ঠিক আমার আত্মার মতন'।' এই শুদ্ধ অপাবৃত কবিতার চারপাশে দিব্যতার বলয় হৃদয়কে স্নিগ্ধ করে। বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা ও গবেষণায় দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় কালপুরুষের মতো দীপ্যমান। তিনি নিজের সময়ের চেনা ছকের চেয়ে অগ্রসর একজন ব্যক্তিত্ব— আমাদের আরও কিছু সময় লাগবে তাঁকে সম্যক বুঝতে।